

নলহাটি শক্তপীঠ

নলহাটি শক্তপীঠ:- নলাটশ্বেবরী মায়েরে মন্দিরি বহু পুরানো । স্বপ্নাদশে এখানে পূজো শুরু হয় । ভগবান বিষ্ণুর চক্রে খন্ডতি হয়ে মা সতী দেবীর অঙ্গ এইস্থানে গুপ্ত অবস্থায় ছিলো । “এই স্থানে দেবী সতীর নলী পতিত হয়েছে । এই স্থানে নলাটশ্বেবরী দেবীরূপে অবস্থান ।

গর্ভগৃহে পাহাড়ের প্রস্তরে খোদাই করা মায়ের মুখ । মুখটিমা কালীর । সঁদির দ্বিগে লপ্তা মায়েরে বগ্নিরহ । বস্ত্র, কুঙ্কুম শোভতি তিনি । অপূর্ব স্নগ্ধ ভরা মায়েরে মুখ । সেই রূপ দেখলে পথশ্রমেরে ক্লান্তি দূর হবে । সতীপীঠেরে অঙ্গশলি গুপ্ত থাকে । সাধারনেরে এটি দর্শন করা বারণ ।

পীঠনির্ণয়, তন্ত্রেরে মতে চতুশ্চত্বারশিঃ পীঠ হল বীরভূমেরে নলহাটি । ভৈব অবশ্য সর্বত্র যোগীশ নামেই উক্ত ।

" নলহাট্যাং নলাপাতো যোগী শো ভৈবস্তুথ্য ।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসদ্বিধি প্রদায়িকা ।।"

" মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নস্কলং পরমম্ কলাং ।

নলাটশ্বেবরী বিশ্বমাতা চন্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ।।"

গর্ভগৃহে পাহাড়েরে প্রস্তরে খোদাই করা মায়ের মুখ । মুখটিমা কালীর । সঁদির দ্বিগে লপ্তা মায়েরে বগ্নিরহ । বস্ত্র, কুঙ্কুম শোভতি তিনি । অপূর্ব স্নগ্ধ ভরা মায়েরে মুখ । সতীপীঠেরে অঙ্গশলি গুপ্ত থাকে । সাধারনেরে এটি দর্শন করা বারণ ।

নলাটশ্বেবরী মায়েরে অঙ্গশলি উদ্ধারেরে সময়, একটি অলৌকিকি কান্ড হয় । যটো বোধহয়, অপর কোন শক্তপীঠে হয়নি । যিনি সতীর দেহ তার সুদর্শন চক্রে দ্বারা খণ্ড খণ্ড করছিলেন সেই অনাদরি আদিগোবিন্দরে চরণ চহ্নিতি একটি শিলা পাওয়া যায় । ভগবান নারায়ণেরে সেই চরণ চহ্নিতি শিলা পূজতি হন এখানে দেবীর সাথে । প্রথমে ভগবান বিষ্ণুকে প্রণাম জানানোর পরই ভৈব ও দেবীর অর্চনা হয়ে থাকে ।